তারিখ 30 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

যায়যায়দিন

এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস কিসের ইঙ্গিত দেয়

দেশের নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৭ মার্চ শুরু হয়েছে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভকেশনাল পরীক্ষা। এক রিপোর্টে দেখা গেছে, ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশন করলেও এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে না এবার। শিক্ষা বোর্ডগুলোর কমপিউটার কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১০৫ জন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৯৯ শিক্ষার্থী এবারের এসএসসি, দাখিল ও ভকেশনাল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অর্থাৎ ৬ লাখ ৬ হাজার ২০৬ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী দুই বছরের মধ্যেই ঝরে গেছে।

টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়ে অনেকে এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তবে শুধু এ কারণেই যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ঝরে গেছে তা কিন্তু নয়। দারিদ্র্য এখানে একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিক্ষার্থীই এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গতকাল যায়যায়দিনের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, পরীক্ষা দিতে না পারার কষ্টে বাগেরহাটের লাইজু আক্তার জ্যোৎস্না নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা থাকলেও অর্থনৈতিক টানাপড়েনে স্কুলের আনুষঙ্গিক খরচসহ পরীক্ষার ফি দিতে পারেননি জ্যোৎস্নার বাবা। বৃহস্পতিবার ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে সে খুব কষ্ট পায় ও আক্ষেপ করে। এরপর শুক্রবার গলায় দড়ি পেচিয়ে আত্মহত্যা করে সে।

সিডর এলাকায় পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে না– সরকারি এ ঘোষণা থাকলেও আনুষঙ্গিক খরচের কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলো না জ্যোৎস্না। এক জ্যোৎস্নার আত্মহত্যার খবর সংবাদপত্রে এসেছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খোজ নিলে এ রকম হাজারো জ্যোৎস্নার খবর পাওয়া যাবে। তারা হয়তো জ্যোৎস্নার মতো আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি কিন্তু অভাবের কারণে শিক্ষার আলো তাদের জন্য নিভে গেছে।

শিক্ষার প্রসারে বিশেষত নারী শিক্ষার প্রসারে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সাফল্য ছিল উল্লেখ করার মতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির ধারাবাহিকতা তখন দেখা গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বিগত খালেদা জিয়া সরকারের অবদান আলাদা করে বলতে হবে। মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করে নারী শিক্ষায় যুগান্তকারী অবদান রেখেছিল জোট সরকার। বর্তমান কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সময়ে শিক্ষার এ অগ্রগতির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে। অভাবের কারণে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর জীবন থেকে শিক্ষার আলো যে নিভে যাচ্ছে সে কথা এখন জোর দিয়েই বলা যায়।

একটি দেশের এগিয়ে যাওয়ার মাপকাঠি হিসেবে কয়েকটি সূচককে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনীতিক স্থিতি। কিন্তু শুধু দুর্নীতির সূচককে গণনায় ধরে উন্নতির সব সূচকেই ধস নামানো হয়েছে। এভাবে চরম সর্বনাশ করা হয়েছে দেশ ও জাতির। শুধু দুর্নীতিকে ফোকাস করে আমাদের অন্যান্য অর্জনকে ছোট করা হয়েছে। তুচ্ছ করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে।

বাংলাদেশে এখন রাজনৈতিক অধিকার নেই। দেশ এখন পরিচালিত হচ্ছে একটি অনির্বাচিত সরকারের দ্বারা। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মুক্ত চর্চা না থাকায় রাজনৈতিক সূচকে দেশ আজ অনেক পেছনে চলে গেছে। অর্থনৈতিক সূচকেও ধস নেমেছে সব দিক থেকেই। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বেকারত্বের কারণে মানুষ আজ দিশাহারা। এসব সূচকের নিম্নমুখিতা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এখন সামাজিক সূচকে। জ্যোৎস্নার আত্মহত্যার ঘটনাটি এর বড় প্রমাণ। অভাবের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা আরো ঘটছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে দি ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টস অফ বাংলাদেশ আয়োজিত এক সেমিনারে রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আকবর আলি খান বলেছিলেন, 'দেশে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা চলছে। এর সূত্রপাত হয়েছে মূল্যস্ফীতি থেকে। মূল্যস্ফীতি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, এটা আততায়ীর মতো মানুষকে আঘাত করছে। এ পরিস্থিতিতে গরিব মানুষকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হলে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক জরুরি অবস্থা মিলে সামাজিক জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।' ড. আকবর আলি খানের প্রেডিকশন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সত্যে পরিণত হয়েছে।

করাপশনের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি। এ যুদ্ধ জয়ী হওয়ার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে এডুকেশন। জাতি শিক্ষিত হলে দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়তে থাকে। এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই দুর্নীতি নির্মূলে প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। সব জায়গায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে পারলে দুর্নীতির অন্ধকার এমনিতেই দুর হয়ে যাবে।

বর্তমান গভর্নমেন্ট দেশের পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। এ পরিবর্তন যে প্রধানত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব তা সরকারকে বুঝতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলে সমাজের সর্বত্রই এর সুফল পাওয়া যাবে। এজন্য আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিতে হবে। বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। তবে সব কিছুর আগে প্রয়োজন একটি স্থিতিশীল পরিবেশ। আর এ স্থিতিশীল পরিবেশ তখনই আসবে যখন দেশ পরিচালনায় একটি নির্বাচিত সরকার আসবে। এর আগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের কোনো জায়গাতেই অগ্রগতি আশা করা যায় না।